প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬, প্রকাশক, সুব্রত
চৌধুরী। সপ্তক, ৭৫এ, সন্তোষপুর এভেন্যু, কলিকাতা-৩২। মুদ্রক, মন্মথ
সিংহ রায়, রূপ-লেখা, ২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯।

সূচীপত্র

উৎসর্গ

আল মাহমুদ

বন্ধুবরেষু

হাস্নুহানা ছিন্ন ক'রে গেছে

হাস্নুহানা ছিন্ন ক'রে গেছে
কারা যেন নিঃশব্দ কুঠারে
সে কি কাল বিরূপ বিনয়ে
রেখে গেছে শূন্যতার স্মৃতি
অথবা সে বুঝি ফেলে গেছে
অন্তহীন বৈরাগীর মাঠ

সহসা কেমন ক'রে ওঠে
অন্ধকারে ঈষৎ ফোঁপানি
সে কি সাপ, সে কি হাস্নুহানা,
অথবা তা আমারই নিঃশ্বাস ?

কথা বললে

কথা বললে, ছলকে ওঠে রাত·
চলে যাচ্ছে অদৃশ্য করাত
দাগ কেটে আমূল আঁধারে;
বাক্‌প্রতিমায় ওঠে চাঁদ
তুমি যদি সরাও বিষাদ
নিষ্প্রদীপ মহড়ার ধারে।

তোমার মতলব বোঝা দায়
এ রকম বিরল প্রহরে,
তোমার মতলব বোঝা যায়
দীপাবলী-খচিত শহরে।

তুমি সহজতা চেয়ে

তুমি সহজতা চেয়ে যার দিকে চলেছ একাকী
তাকে আমি দেখিনি এখনো ; তুমি নিজেকে সাজাতে
এত কুণ্ঠা, অথবা আলস্য অনুভব করো, তাও
জেনেছি ক্রমশ, তবু মনে হয় বৃষ্টির অভাবে
শান্ত সড়কের পাশে সেই গাছ অম্লান দাঁড়ায়ে
    সমাচ্ছন্ন পাতা রূপ তার পারে না লুকোতে !

যতই তীর্যক হও, রুক্ষতায় যত ঢাকো মুখ,
কিছুতে হয় না দূর সুন্দরের বাণীর দ্যোতনা ।
আমি পথে পথে ঘুরে ক্লান্তিহীন আকাশে মাটিতে
খুঁজতে চেয়েছি বৃথা সমারোহ শিল্পের বাসনা ।

দেশান্তর আমাকে

দেশান্তর আমাকে তোমার দিকে ক্রমশ টেনেছে
শূন্যতূণ পড়ে থাকে, আশৈশব দিনগুলি যায়
রামধনুকের কাছে বিকেলের ললাটে স্ফুরিত।
দেখেছি তোমার নৃত্যে সমারোহ শিল্পের প্রকাশ
পার্বতীর লাস্য আর শ্রীরাধার বিরহ বেদনা,
দেখেছি দু'চোখ ভ'রে সুন্দরের অপরূপ লীলা

তুমি বিদেশিনী ছিলে স্বজনের মাঝে, আমি সেই
নিঃসঙ্গতা দূর থেকে কেন যে করেছি অনুভব।
'এসো হে বাঙাল' বলে ডাক দিলে কলকাতার পথে
দেশান্তর আমাকে তোমার দিকে অনায়াসে টানে।

সব ফুল নৌকো সুন্দরের নামে

বেশ তো ছিলাম মেঘ আন্‌মনে লঘুপক্ষ দিনে
ভাসমান, সুদূরতা তোমাদের দিকে প্রসারিত।
বাড়াইনি হাত কোনো রমণীয় খরস্রোতা জলে;
দেখতে যাইনি কত কাগজের নৌকো ভেসে যায়,
জানতে চাইনি ওই সুন্দরের চারপাশে ভীড়
কেন যে হারায় কালে, অপরূপ অম্লান প্রতিভা।

আজ মনে হয়, সব ফুল নৌকো সুন্দরের নামে
যার অভিমুখে গেছে তাকে আমি দেখেছি একদা
আমার গভীর দুঃখে, আনন্দের অপসৃয়মান
স্মৃতিতে, মেঘের আর্দ্র ম্লানতায় বৃষ্টির মিলনে।

তোমার ঘরের সামনে

তোমার ঘরের সামনে কয়েকটি বিড়াল খেলা করে
অ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে শব্দহীন নির্ভয় আরামে,
তুমি চেয়ে আছো কত সাবলীল উপকণ্ঠে যেন—
নির্ধারিত গাড়ি থেকে যে নামবে, সেই যাত্রী একা
কতকাল ধ'রে আসে পূর্ণতার দিকে অবিরাম,—
দিনের ভাসান দেখে বৃষ্টিশেষে যার কাছে যাবে।

অ্যালসেশিয়ানের রক্তে একদিন জ্ব'লে উঠবে ক্রোধ
মসৃণ মেঝের শাদা ক্যানভাসে আরক্ত আঁচড়
অরণ্যের উন্মাদনা ব্যক্ত ক'রে দেবে সবখানে ;
সেদিন তোমার দিকে দিনশেষে কেমনে ফিরাবে ?

অযাচিত দয়ালু দুপুরে

মোড় ঘুরতেই দেখা অযাচিত দয়ালু দুপুরে
বারান্দায়, আমি কতকাল ধ'রে দেখেছি তোমাকে,
অথচ হঠাৎ যেন অচেনার আভাসে এসেছ।
কালো মেঘ ছিটকে যায় তিন লাফে রোদ্দুর দেখাতে,
শাদা বক আঁকা রয় কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে,
অচিরে হারায় তারা, তারো পরে কী যেন রয়েছে

তোমাকে বোঝাতে চাই একটি গাছ ঝিলের কিনারে
কিছুতে যায় না দেখা এমন আলস্যে পেয়ে যায় ;
যখন গোচর হোলো, হেসে বললে, কৃষ্ণচূড়া থেকে
আমার শৈশব কেউ কেড়ে নিতে পারে না কখনো।

কতদূর থেকে তুমি

কত দূর থেকে তুমি সন্নিধানে ক্রমশ এসেছ
সুন্দরের চারিপাশে ছিলো ভীড়, অনায়াসে ঠেলে
নিপুণ মাঝির মত যে যায় সে কোথায় যে যায়
গভীর নিবিষ্টভাবে তাও আমি দেখতে চেয়েছি।
কিছুতে যায় না বোঝা চন্দ্রালোকে প্রবল ক্রন্দন
গতানুগতিকভাবে কেন আজো ছুঁয়ে যেতে চায়।

তাকাতে পারি না আর শিহরিত নারিকেল বনে
মসৃণ জ্যোৎস্নায় ফোটে পূর্ণতার নম্র প্রতিচ্ছবি।
তোমার সান্নিধ্যে এলে পূজারীর হীনমন্যতায়
আমার চেতনা শুধু চেয়ে থাকে জীবনের দিকে।

কবিতার মত

কবিতার মত তুমি ফুটে ওঠো সহজ স্বরূপে
ছন্দে যেন ছোঁয়া যায় অস্ফুট ভাবের কলধ্বনি,
ছড়ানো মোহরগুলি মুছে রাখি পূর্ণ দ্যোতনায়
তবু যেন সবখানি বাজেনা শিল্পের অনুনাদে
উধাও কালের দিকে অসমাপ্ত কবিতার মত
তুমি চলে যাও একা সুন্দরের বিলীন আভাসে

যতদিন ওই ক্ষুদ্র জীবন ফোটেনা পূর্ণতায়,
শব্দরাজি হয় না উজ্জ্বল কোনো প্রিয় অনুভবে !
অথচ সহসা কেন বয়সী গম্ভীর দৃষ্টি নামে
চোখে, সে কি গ্রীষ্মে মেঘ, আগন্তুক বর্ষার প্রতিমা !

বৃষ্টির হালচাল

তোমাদের কলকাতায় বৃষ্টি বড় তোড়ে নেমে আসে
মাঝে মাঝে। আমি যেন কিছুতে বুঝি না হালচাল ;
আমি কি তোমার কাছে খুব অপরাধ কিছু ক'রে
পালাতে চেয়েছি ? তাই, দাদুভাই তোমার সপক্ষে
আমাকে শাস্তির মধ্যে ঠেলে দেন। জোর বারিপাত
বন্ধ করে ট্রাম-বাস, হাঁটুজলে কুলায় প্রত্যাশী।

কিছুতে পারি না আর প'ড়ে নিতে আকাশের মন
পারি না পীচের পথে জল ঠেলে কারো অভিমুখে
যেতে। এমন কি ওই রূপকথার মত ছবিখানি
পারি না বুকের মধ্যে রেখে দিতে বৃষ্টির বিলাপে।

অথচ সানাই বাজে

একটি পুকুর আর তালগাছ এই নিয়ে কবে
কে করেছে অনায়াসে বিবাহের গোপন প্রস্তাব ;
অথচ সানাই বাজে চারদিকে কয়মাস ধ'রে।
ভয়ানক অমাবস্যা, ছাতে উঠে দেখেছি একাকী—
অশোক বনের সীতা সঙ্গোপনে রেখে গেছে শোক
বাঁধানো ঘাটের কাছে, ছোঁয়া যায় না অতল স্পন্দন।

সুখদুঃখ দুটি ভাই, বলে গেছে কত মহাজন
তাই আমি ছাতে উঠে পুনরায় দেখেছি জ্যোৎস্নায়
সজীব মাছের নৃত্য বিচ্ছুরিত জলের ওপর।

আপনার ছায়া দেখে তালগাছ ঘনিষ্ঠ পুকুরে।

তুমি ভেসে যাচ্ছো

শুনেছি তোমাকে নাকি আজকাল বইপাড়ায় রোজ
দেখা যাচ্ছে ; ছুটি নিয়ে আমি তাই সেদিন দুপুরে
দিলাম জবর হানা। তোমাদের সীমান্ত বাঁচাবে
বলে, কই আসেনি তো জোয়ানেরা, বড়ই খারাপ
লাগে এই উত্তেজনাহীন ভাব, অগত্যা সন্ধ্যায়
বাস্-যুদ্ধে পরাক্রম,—যাচ্ছিলাম শুণ্ডিকা আলয়ে।

সহসা ওপর থেকে দেখলাম বৃষ্টি অবসানে
সার্কুলার রোডে তুমি ভেসে যাচ্ছো একা অনিচ্ছায় ;
ঝুলে পড়তে গিয়ে দেখি কতিপয় মস্তান আমাকে
আরো ঠেলে দিলো শূন্যে নির্বিকার ডবল ডেকারে।

সবাই আলোর দিকে

সবাই আলোর দিকে যেতে চায়, খনির ভিতরে
অন্ধকার বিস্ফোরণে ভয়ানক মরণের শব্দ
চারদিকে প্রকটিত করেছিলো যখন সহসা।
কে আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেছে আর্তনাদে, তার
মায়ের করুণ মুখ মনে ক'রে, কোথায় সে যায়?
আমি অন্ধকারে দেখি অতিকায় জরার বিস্তার।

তুমি কি আলোর মত কোনো এক রাত্রি অবসানে
সাজানো বাড়ির কাছে নিয়ে যাবে আমাদের শব?
কে বাজায় হংসধ্বনি শুনতে পাবে, চরাচরে তার
শেষ হাসিটির শব্দ নতুন নদীর সঙ্গে যাবে।

অতএব হে মহিলা

খুঁজো না আমার মধ্যে নায়কের সব গুণাবলী
ধীরোদাত্ত গুণান্বিত শালপ্রাংশু ইত্যাদি বর্ণনা,
নিজে তো জানিনা গান, এমন কি নেপথ্য গায়ক
গেয়েছে যা অনায়াসে তাতে আমি পারি না মেলাতে
নিঃশব্দ ঠোঁটের ভঙ্গী, অপদার্থ স্তিমিত মানব
অতএব হে মহিলা, উলুবনে মুক্তাফল যদি···

একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হোলো ব'লে জানলাম'
বড় গুণবতী তুমি, শিল্পকলা সাহিত্য সঙ্গীত
সূক্ষ্ম বিষয়ের সঙ্গে মাংস খুব ভালো রেঁধে থাকো
নেমন্তন্ন খেয়ে আমি জ্যোৎস্নারাতে চলে যাবো বনে।

গান লেগে আছে ব'লে

গান লেগে আছে ব'লে ভোলা যায় না রবীন্দ্রমহিমা
ভোলা যায় না চন্দ্রাতপে বাতাসের দুরন্ত দোলন,
নিদারুণ দিন থেকে দয়াহীন দম্ভের প্রকাশ
নিভে আসে, ঘুচে যায় আয়োজন, আসরের সীমা
দুষ্ট বালকের দল ভুলে যায় তারা হরিজন
ভুলে যায় করতালি আসরের পুরনো অভ্যাস

গ্যানের মতন তাকে নিয়ে যাই সমুদ্রের দিকে
যেখানে গর্জন করে শতবাহু তরঙ্গের দল
নারিকেল কুঞ্জে কাঁপে অনুরাগ রোমাঞ্চবিহ্বল
আমি দ্বীপবাসী বটে ইদানীং তোমার প্রতীকে

পাড়ার পাগলী মেয়ে

পাড়ার পাগলী মেয়ে ফাল্গুনের দুপুরে বাতাস
চলে গেছে আম্রবনে তোমাদের ডাক তুচ্ছ ক'রে
জ্যোৎস্না রাতে সবাই যায় না বনে এই কথা ভেবে
একাকিনী চলে গেছে লঘুপায়ে, মঞ্জরী উদাস
কেবল বলেছে কথা তারই সঙ্গে অন্তরঙ্গ স্বরে,
তোমাদের ডাক শুধু বদ্ধ ঘরে ঘড়ির হিসেবে

আমি বুঝি তার দুঃখ, কতদিন দিয়েছে সে উঁকি
আমার শিয়রে, কচি মুখখানি পাটল পাতার
সজীবতা, পারি না ফোটাতে সুর কোমল গান্ধার,
দিনের প্রহরগুলি ফণা তোলে ভীষণ বাসুকি।

বৃক্ষ তা হয়তো জানে

•বাতাস কাঁপায় ব'লে গাছ কাঁপে, বাতাসের সাধ
সাধ্যের অতীত নয়, সারাদিন রোদের আসবে
গাছগুলি স্তব্ধ ছিলো, স্তব্ধতাকে ভেঙেছেন যিনি
সেই রমণীয় বায়ু কোন্ দূর অরণ্যের স্বাদ
নিয়ে আসে, প্রেমিক বৃক্ষের কাছে, রাত্রির উৎসবে
বৃক্ষ তা হয়তো জানে, দেহে তাই হাওয়ার কিঙ্কিণী

•

বৃক্ষ তা হয়তো জানে, কিন্তু আমি জানিনি কখনো
আমার চেতনা তাই দেহ কিংবা দেহাতীত সুখে
দাপায় না মত্ততায় কমনীয় বাতাসের বুকে
বাড়ছেন গোকুলে তিনি অদ্যাবধি মেলেনি দর্শনও

বড় সড়কের ধারে

বড় সড়কের ধারে এই ঘরে থাকা সুকঠিন
শেষরাতে প্রতিদিন বাস যায় পুরনো আওয়াজে
দেখিনি কখনো তাকে জাগরণে অথবা তন্দ্রায়
কোন্ সুদূরের এক শহরের লোক নিয়ে যায়
অন্য কোনো নগরীর দিকে ; নিয়োজিত এই কাজে
বাসের চালক যিনি তাঁকেও দেখিনি কোনোদিন

একদিন শব্দ শুনে সচকিতে ছুটে যাবো ব'লে
এখন বাজে না ভেঁপু চালকের রোমশ আঙুলে ;
আমরা সহজে ভুলি, সময় যাবে না তবু ভুলে
আশায় আশায় আছি থামবে বাস কালের কৌশলে

ঝোলা থেকে একদিন

ঝোলা থেকে একদিন মস্ত বড় কচ্ছপ বেরোবে
সেই আশঙ্কায় জপে চরাচর মেঘের বন্দনা
দিনগুলি নানাভাবে দৃশ্যপটে শিল্পের নিয়মে
আপনাকে ব্যক্ত করে, কেউ জানে, কেউ তা জানে না
তবু বসন্তের শেষে গ্রীষ্ম আসে, গ্রীষ্ম চ'লে যায়
বর্ষামঙ্গলের গান আমাদের স্বভাবে নিহিত।

কিছুই ঘটেনা যেন সুশীতল তোমার সম্ভাষে
শিখী দম্পতির নৃত্য দেখায় না কোনো সমাচার।
অবলীলাক্রমে দক্ষ আঙুলের মুদ্রায় ফোটালে
অপসৃয়মান দীপ্ত দিনগুলির বিদীর্ণ বেদনা।

কাল শেষরাতে ঝড়

কাল শেষরাতে তারা আমাদের নতুন অঞ্চলে
বড় দাপাদাপি আর মত্ততায় আর্তনাদে ভ'রে
আতঙ্কিত করেছিলো সবারে, শঙ্খের শব্দ তাই
শুনেছি ঝড়ের মধ্যে কে বাজায়। আমার ঘরের
চারিপাশে সাপের ছোবলগুলি বিচ্ছুরিত হয়ে
পড়েছে বারবার, আর তারই সঙ্গে বাঘের গর্জন।

তুমি কি পাঠিয়েছিলে হে ডাকিনী, মন্ত্রপড়া ক্রোধ,
প্রস্তুত ছিলাম আমি ডেকে নিতে শয্যায় শমনে।
তোমার প্রেরিত সব আঘাতের মধ্যে কেন তবু
অস্পষ্টতা থেকে যায়, দিয়েছি তো বাড়ির ঠিকানা!

কবিতার মুলে ঘোড়া

- হঠাৎ লাফালো ব'লে উন্মাদনা সবার নাগাল
পেয়ে যায়, নতুবা চশমা-আঁটা মেধাবী ছাত্রের
তপস্যা কেমনে ভাঙে, নল খসে দাওয়ার দাবায়
ক্ষেত্রমণি ভুলে যান নিত্যকাজ নিকোনো উঠোনে
ভোলাবাবুদের গোরু মুড়ে খায় ফলন্ত বাগান
কেবল চোখের সামনে মুখে ফেনা ছুটে যায় ঘোড়া

পুরাণ কালের কোন্ গুহা থেকে শীতের আগুন
চুরি ক'রে চলেছে সে, অন্ধকারে জোনাকির পাখা
তা থেকে মেখেছে রঙ, সেই ঘোড়া কবিতার মূলে
কিছুটা প্রতিভা যেন ছুঁড়ে দেয় নবীন বয়সে।

অন্তহীন সিঁড়ি

গঙ্গা পারাপারে শুনি সন্ধ্যারতি রক্তিম ধ্বনিতে
দীপ্যমান ; কালীর মন্দিরে কার মঁহিমার আভা
জ্ব'লে উঠতে চায় কোন্ দিব্যময় আকাশের দিকে
অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখিনি যারে গানের গাঢ়তা
একাকী, প্রসাদ বলে, কালোর আলোয় এ ভুবন
আলো, জ্বেলে কে যায় রে অন্তহীন সিঁড়ির সকাশে

হাত দিয়ে ধরা যায় না সময়ের চলার আবেগ
যেমন পারোনি ছুঁতে বাড়ানো গানের বেদনায়
এ বড় প্রাচীন নদী পুরাণের অভিমানে বয়
চাঁদহীন রাত্রির ললাটে কোনো চন্দ্রচূড় নেই।

রুমাল

একদিন বালিকার হৃদয়ের কাছে কমনীয়
সুন্দর রুমাল দেখে ভাবি, এ জীবন মধুময়,
মধুময় ধরণীর ধূলি, তাই নিসর্গের দিকে
চিত্ত ধায়, উপমায় ঝ'রে যায় অশেষ অমিয়।
প্রবাসী যুবার কাছে শনিবার আনে সুসময়
তারো চেয়ে সুকোমল অনুভব তোমার প্রতীকে

আমাকে রুমাল দিলে বর্ণ তার গৈরিক যে কেন
তখন বুঝিনি বটে, রেলগাড়ির সুদূর বাঁশিতে
সহসা বাতাস বেজে উঠেছিলো ব'লে, বুঝে নিতে
এখন হয় না ভুল, সেই গাড়ি আসেনি কখনো

আলোহীনতার কাছে

আমাদের বুদ্ধি বলে আলো নেই রমণীর কাছে
এমন কি উপমায় অমাবস্যা তাৎপর্যবিহীন
কেনন্না শরৎচন্দ্র অন্ধকারে রূপের কাঁপন
দেখেছেন, অনুরূপ সত্তাময় সান্ত্বনা কি আছে
রমণী সমীপে ? বৌদ্ধজাতকের প্রতি কোনো ঋণ
শ্রীমতীর রক্তে আর রাঙায় না বুদ্ধের আসন

আলোহীনতার কাছে অবিরাম আমাদের প্রেম
জোনাকি আভায় ঘোরে, সার্কুলার রেলের বেদনা
কবিতার মত কোনো দ্যুতিময় নিকষিত হেম
হবে না জেনেও ঝরে ভারবাহী জীবনের ফেনা

মধ্যরাতের গাড়ি

তারপর মধ্যরাতে আমি এক পুরনো গাড়িতে
অর্ধেক তন্দ্রার মধ্যে পৌঁছে যাই জংশনের ধারে
কোন্ ইস্টিশানে, ঘুমে ক্লান্ত মন মেলে দেখতে চাই
বড় অক্ষরের নাম, পড়া যায় না, সহসা সে শীতে
কাঁপনের মত কোনো বিপরীত গাড়ি শব্দ ঝাড়ে
ওপাশে দাঁড়ায় এসে ম্লান হেসে, মোগলসরাই।

জীবন নাটক নয়, তাই আমি দেখিনি তোমাকে
বিপরীত ট্রেনযাত্রী ; অনুজ্জ্বল আলোকে অচেনা
সুদূরতা, তাও নয়। কেবল নিঃশব্দে গাড়ি আঁকে
জীবনের মত ছবি, চলমান, কেউ কি থাকে না ?

আমার রথের চাকা

আমার রথের চাকা ব'সে গেছে মাটির ভিতরে,
একি অঘটন, পিতা, চারিপাশে অবিরাম শর
ছুটে আসে, কার উচ্চ উল্লাসের রোলে মর্মঘাতী
আপন রক্তের ধ্বনি প্রবাহিত, আত্ম-অভিমুখে।
হে নিষ্ঠুর সহোদর বিরুদ্ধতা, আমাকে ডোবায়
তোমার নিপুণ সব আঘাতের সুনিশ্চয় সাধ।

সেই রমণীয় বারি খরস্রোতা অশেষ আশায়
শ্রাবণের অনুষঙ্গে বাজাবে না জীবনের গান।
পিতামহ শুয়েছেন আমাদের মহান অতীত,
ঘনিয়ে আসুক মৃত্যু অনুরূপ প্রেমে ও অপ্রেমে।

কোনোদিন পরস্পর

অন্ধ আবর্তনে যায় দিনগুলি বারুইপুরের
দিকে, কাটা পড়ে কোন্ বালকের ধাবন্ত শরীর ;
ঘর অভিমুখী সব আত্মলীন মানুষের ভীড়
তা জানে না। কোনোদিন পরস্পর আমাদের মুখ
দেখি না কেন যে। যেন ইলিশের রূপকথাগুলি
সন্ততির কাছে যায়, হৃতরক্ত পদ্মার আবেগ !

ভোরে ঘুম থেকে উঠে কোনোদিন শুনতে পেয়েছ
ইস্টিমার চ'লে যায় ভারী ক্লান্ত নিঃসঙ্গ চলনে ?
আঞ্চলিক টানে তুমি কথা বলো, ইলিশের ঘ্রাণ ;
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে জল যায় শৈশবের দিকে।

দিনগুলি চ'লে যাচ্ছে

দিনগুলি চ'লে যাচ্ছে অনায়াসে মন্দিরা বাজিয়ে
লক্ষ্মীকান্তপুর কিংবা কাকদ্বীপে, কোথায় কে জানে...
নিগূঢ় যাত্রার ধ্বনি শোনা যাবে ব'লে, ঘুমাইনি
সেই কবে থেকে, যেন কতকাল গুহার আগুনে
অপেক্ষায় অপেক্ষায় কেটে যায় ; উন্নিদ্র চেতনা
ক্রমেই প্রখর হোলো, মন্দিরা বিফলে বেজে গেছে।

হোলো না মিলন আর সঙ্কীর্তনে দূর পর্যটনে
যখনি হয়েছে মনে, গলায় সাতটি স্বর আজো
খেলে না তো ; কখনো বা অদৃশ্য গানের মাছিটাকে
ধরা যায় না ভেবে ম্লান ; দিনগুলি ধ্বনি বদলালো।